R. N. No. 1582/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

"শিব ব্রাণ্ড" খাঁটি সরিষার তেল ১০০% বিশুদ্ধ।
প্রস্তুতকারক :
শিব-আ-অয়েল
সাজুর মোড় ★ দফাহাট
মুর্শিদাবাদ
ফোন : ০৩৪৮৫-২৬২০১১, ২৬৩৮৪৮

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

১২শ বর্ষ ৫ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১২ সাল। ১৫ই জুন, ২০০৫ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা। বার্ষিক : ৫০ টাকা

খরায় মহকুমা তপ্ত—গ্রামাঞ্চলে জলকষ্টের শেষ নেই

কৃষি সংবাদদাতা : প্রচন্ড দাবদাহে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে জঙ্গিপুর মহকুমা জ্বলছে। পাট এবং সবজি ছাড়া মাঠে অন্যান্য স্ট্যান্ডিং ক্রপ না থাকায় কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের কোন বিপর্যয়ের সম্ভাবনা না থাকলেও পাট এবং সবজির প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। বিগত রবি এবং প্রাক্ খরিফ মরশুমে কোন রকম আগাম পরিকল্পনা ছাড়াই ব্যাপক হারে ধান চাষের ফলে ভূগর্ভের জলস্তর এমনিতেই অনেক নেমে গিয়েছে। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টি। ফলে জলস্তরের অভাবে গ্রামাঞ্চলে তীব্র জলসংকট দেখা দিয়েছে। গত বছর হঠাৎ পাটের দর ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় চাষীরা লাভবান হয়ে বেশী দামে পাট বীজ কিনে ব্যাপক হারে পাট চাষ করে বৃষ্টির অভাবে সংকটের সম্মুখীন হয়েছেন। জলের অভাবে মাঠে পাট ধুঁকছে। পাটের বাড় প্রথম থেকেই অসমান, তার উপর খরার দাপটে শুকিয়ে যাবার জোগাড় হয়েছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে পাটের আঁশ অসমান এবং ফলন নিম্ন মানের হয়ে পাটের ভালো দাম পাওয়ার আশা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসছে। ভালো বর্ষা না হলে পাট পচানো আর এক সমস্যার সৃষ্টি করবে। এদিকে বৃষ্টির (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফঃ ব্লক নেতার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের একাধিক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও এখনও বাইরে—পুলিশ নীরব কেন ?

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর পুর নির্বাচনে ফঃ ব্লকের ভরাডুবিতে স্থানীয় নেতা গৌতম রুদ্রের (বাবুয়া) অসংযত চালচলন ও কথাবার্তা তার সঙ্গী সাথীদের প্রত্যেককেই ভাবিয়ে তুলেছে। ভোটের আগে ও পরে গৌতম রুদ্রের বিরুদ্ধে ভয় দেখানো ও প্রাণনাশের একাধিক অভিযোগ রঘুনাথগঞ্জ থানায় জমা পড়লেও এর কোন তদন্ত হয়নি বা অভিযোগকারীরা আজও আইনের প্রতিকার পাননি। যার জন্য আজও বাবুয়া দাপটের সঙ্গে পুরবাসীদের চমকাচ্ছেন, কারো কারো বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছেন। তাই স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে প্রশ্ন আসছে—গৌতম রুদ্রের (বাবুয়া) এত দাপাদাপির পেছনে কার প্রচ্ছন্ন মদত আছে ? একাধিক অভিযোগ পেয়েও পুলিশ কেন তাকে গ্রেপ্তার করছে না। অন্যদিকে বাবুয়া রুদ্রের প্রকাশ্য আস্ফালন—'কোন্ ..... আমার কি করবে, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যও আমার কিছু করতে পারবে না.....'। এ প্রসঙ্গে জঙ্গিপুরের (৩য় পৃষ্ঠার পর)

ধুলিয়ানে পুর বোর্ড গঠন নিয়ে সি পি এম—কংগ্রেসে কব্জির লড়াই শুরু হয়েছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানে পুর বোর্ড গঠন নিয়ে সি পি এম—কংগ্রেসের মধ্যে টাগ অফ ওয়ার শুরু হয়েছে। দলগতভাবে ১৯টি ওয়ার্ডের মধ্যে সি-পি-এম ৮, কংগ্রেস ৭, ফঃ ব্লক ১, নির্দল ৩। ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে টসে জেতা ফঃ ব্লকের শিবশঙ্কর সিংহ ভাইস চেয়ারম্যানের দাবীদার হলেও ফঃ ব্লক চাইছে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তিনপাকুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বামফ্রন্ট নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে ফঃ ব্লক প্রার্থীকে বাদ দিয়ে সি পি এম প্রধান ও উপ-প্রধানের দায়িত্ব নিজের দলের প্রার্থীদের দেয়। ওখানে উপ-প্রধানের দায়িত্ব ফঃ ব্লক প্রার্থীকে দিলে তবেই পুর বোর্ডে বামফ্রন্টের সঙ্গে থাকবে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন

বিশেষ প্রতিবেদক : চাণক্যের সময় রাজকার্য পরিচালনার জন্যই কেবলমাত্র রাজকোষ থেকে অর্থ ব্যয় করা হতো। চাণক্য রাজকার্যের জন্য রাজার দেওয়া তেলের প্রদীপ ব্যবহার করতেন। ব্যক্তিগত কাজের জন্য নিজের পয়সায় কেনা তেলের প্রদীপে কাজ করতেন। এরপর যুগ পালটালো। ব্রাহ্মণ্য শাসন ব্যবস্থায় ছিল নীতি। ক্ষত্রিয়ের শাসন ব্যবস্থায় এলো সভ্যতা। শূদ্র ও বৈশ্যের যুগে এলো শোষণ। আধুনিক যুগের রাজনীতিতে এলো স্বজনপোষণ ও বিত্তের পুঞ্জীভবন। এই আদর্শ রাজনীতিতে প্রবেশ করায় এলো ক্ষমতার আস্ফালন অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়ন। দুর্বৃত্তায়নকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। ১) শাসানি বা মানসিক ভীতি সঞ্চার করা ২) কেচ্ছা বা মিথ্যা কলঙ্ক রটিয়ে নিপাট ভদ্রলোককে জব্দ বা বিব্রত করা। ৩) অস্ত্র দেখিয়ে সৎ রাজনীতির বাতায়ন নষ্ট করা এবং প্রাণনাশের চেষ্টা।

এক সময় বীরবল বুদ্ধির জোরে আকবরের শাসানিকে তুচ্ছ করে আকবরকেই জব্দ করেছিলেন। ডিরোজিওর শিক্ষার প্রচার প্রসারের ভূমিকায় একদল ধর্মীয় দুর্বৃত্ত ঢোল সহরৎ সহযোগে নোংরা ছড়া কেটে মানসিক আঘাত হেনেছিলো। আধুনিক যুগে উগ্রপন্থা সৃষ্টি করা থেকে ব্লক লেভেল পর্যন্ত নোংরা লোকদের বিভিন্ন রাজনীতির দলের মিছিলে প্রথমে স্থান (শেষ পৃষ্ঠায়)

নিজেকে কলুষমুক্ত না করা পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় থাকবো—মুক্তি ধর

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'সম্প্রতি ভাঙন প্রতিরোধ প্রকল্পের বোল্ডার কেলেঙ্কারীর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিয়ে আমার পারিবারিক ও রাজনৈতিক সম্মানে কালিমা ছেটানো হলো। এর আগে সাড়ে তিন বছর আমি বাম রাজনীতির (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৪১২ সাল।

॥ প্রসঙ্গ ঃ আদবানিজি ॥

সম্প্রতি বিজেপি সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানির পাকিস্তান সফর ও তাঁহার কিছু কিছু মতামত এক প্রবল বিতর্ক তথা অশান্তির সৃষ্টি করে। আদবানিজি পাকিস্তানের প্রাণপুরুষ কায়েদ এ আজম জিন্নার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। কিন্তু তাঁহার পাকিস্তান সফর-কালে আদবানিজি বলেন যে, জিন্না ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ। গন্ডগোলের সূত্রপাত এইখান হইতে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত আদবানিজির মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তাঁহার সম্পর্কে অনেক অপ্রিয় বাক্য বর্ষিত হইতে থাকে।

জিন্না সাহেবের দ্বি-জাতি তত্ত্ব পাকিস্তান সৃষ্টির মূল কথা। অনেকেই বলেন, তিনি ছিলেন সেকুলার। কিন্তু জিন্না সাহেবের সেকুলারিজম-এর জন্য ভারতের লক্ষ লক্ষ প্রাণবলি ঘটিয়াছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হইয়া পড়ে। আদবানিজিও উদ্বাস্তু হইয়া তাঁহার জন্মভূমি পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতে আসেন।

আর এস এস-এর সঙ্গে অতঃপর আদবানিজির বোঝাপড়া হয়। রামমন্দির ইস্যু লইয়া তাঁহার ভারত ভ্রমণ এক সময় খুব আলোড়নের সৃষ্টি করে। পাকিস্তান গিয়া আদবানি জিন্নার সমাধিতে পুষ্পার্ঘ্য প্রদান করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। এই পর্যন্ত সবকিছু ঠিক ছিল। কিন্তু 'জিন্না সাহেব ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ,' আদবানিজির এই মন্তব্য সব কিছু তালগোল পাকাইয়া দিল। আর এস এস তাঁহার নিন্দায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠে। শুধু আর এস এস কেন, সারা ভারত আদবানিজির জিন্না ভক্তি-প্রশস্তি ভাল মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আদবানিজি বিজেপি সভাপতি পদে ইস্তফা দিলেন। ভারতে এক হাহাকারের বান ডাকিয়া গেল যেন। শুরু হইল তাঁহাকে শান্ত করার তৎপরতা।

আর এস এস প্রমুখ বিভিন্ন দল আদবানির অতীত কীর্তিকথা লইয়া সোচ্চার হইতে থাকে। ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করিবার জন্য দরবার শুরু হইয়া যায়। আদবানিজি ইস্তফাপত্র প্রত্যাহার করিলেন।

এখন অল্ কোয়ায়েট অন্ দ্য সোকল্ড্ ফ্রন্ট। আমরা আবার সেই তেজীয়ান পুরুষ আদবানিজিকে দেখিতে পাইব; তাঁহার তেজোদৃপ্ত ভাষণ শুনিতে পাইব। কিন্তু তাঁহার জিন্না-প্রশস্তির কন্টক আমাদিগকে প্রায়ই বেকায়দায় ফেলিবে। তবে তাঁহাকে যতটা পারা যায় শান্ত রাখাই শ্রেয়ঃ।

ভাতের মালিক আর ভাতের মালিক

শরৎচন্দ্র পন্ডিত (দাদাঠাকুর)

বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে বাড়ী নাই, ঘর নাই, খাবার নাই। ঐ সব অঞ্চলের লোকজন যারা "পেটে খিদে মুখে লাজ" এই দোটানায় পড়ে এখনও ইজ্জতের ভয় করছে, ১০ টাকার জিনিষ ২ টাকায় বাধা দিয়ে কিম্বা বিক্রী ক'রে ছেলে-পিলের মুখে এক মুষ্ট দিচ্ছে। যারা এই দুর্দিনে ঘৃণা, লজ্জা, ভয় এই তিনই পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা অন্যের দ্বারস্থ হ'য়ে যাঞ্চাকেই একমাত্র দিনপাতের পন্থারূপে গ্রহণ করেছে। যে যাকে মুরুব্বি ব'লে জানে তার কাছে গিয়ে দুঃখ দৈন্যের কথা জানিয়ে কি করবে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করছে। মুরুব্বির মশায়রা আবার দুরকমের। এক দল নিজের ক্ষমতা গোপন না রেখে "আমি কি করতে পারি" এই সরল সাফ জবাব দিচ্ছে; আর একদল নিজেদের কিম্মত ও হিম্মত প্রকাশে না জানতে দিয়ে কেউ লাট সাহেবকে জানিয়েছি, কেউ মন্ত্রীকে জানিয়েছি, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেলিগ্রাম করেছি বলে নিজেদের সর্ব শক্তিমত্তার একটুও খাটো না হ'তে দিয়ে ফাঁকা স্তোক বাক্যে এই সব অর্দ্ধমৃত সর্বহারাদের নেতৃত্বের দাবি এখন ত্যাগ করতে রাজি না হ'য়ে কথার জোচ্চার ও দোকানদারী দ্বারা টালবাহানা করে কেবল দিনের পর দিন মানুষকে আশার ফাঁকা আশা দিয়ে মুরুব্বিয়ানার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে।

বিপন্নের দলের দাবি এদের কাছে এইটুকু—যখন যা বলেছেন তাই তারা করেছে, যাকে ভোট দিতে বলেছে তাকেই দিয়েছে। আবার যখন যা বলবে তাই করবে, যাকে ভোট দিতে বলবে তাকেই দিবে।

হায়রে! এই যে কথার সওদাগরেরা মানুষকে কথার ফাঁকা চটকে ভুলিয়ে রাখে তারা ভেলকীওয়ালা চেয়েও সেয়ানা। এদের মূল মন্ত্রই হচ্ছে—

নিতে পারি, যেতে পারি, দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি, সইতে পারি না।

একটা গল্প আছে—এক সময়ে এক ধনীর বাড়ীতে এক বাইজীর নাচ হচ্ছিল। বাইজী একটী দুটি ক'রে ১৪টি গান গাইলে। গানগুলি বড়লোকটীর খুব ভাল লাগায়, প্রত্যেক গানের শেষে ১০০০ হাজার রুপেয়া বকশিস্ হুকুম করেন। পরদিন প্রাতে বাইজী যখন হুজুরের কাছে ১৪০০০ চৌদ্দ হাজার টাকার দাবি জানালো, তখন হুজুর ও বাইজীতে নীচের লিখিত কথোপকথন হ'য়েছিল।

হুজুর—ক্যা বাইজী ক্যা বাস্তে?

বাইজী—চৌদেঠো গাওনাকে বাস্তে চৌদে হাজার বখশিস্ কে লিয়ে আয়ী থী।

হু—গাওনা কোন্ চিজ বাইজী?

বা—মু কা বাৎ—সুর সে তাল সে বোলনা।

হু—হাম, তোমারা মু কা বাৎ সে খুসী হুয়ে থে। যব এক এক গাওনাকা বাস্তে হাজার হাজার রুপেয়া বক্শিস্ শুনায়া তব তুমহারী দিল খুস নাই হুয়া?

বা—বেসক্।

হু—তোম্ হামকো বাৎসে খুসি কিয়া—হাম তোমকো বাৎসে খুসি কিয়া—লেনা দেনা ক্যা হায়।

হে দুঃখী নিরন্নের দল! তোমরা এটা জেনে রেখো যে তোমাদের ভোটও যেমন মুখের কথা ওদের স্তোক বাক্যও তেমনি মুখের কথা। তোমরাও বাক্যের দ্বারা ওদের খুসী করেছ, ওরাও বাক্যের দ্বারা তোমাদের ভুলিয়ে রাখছে। ওরা যাতের কর্তা ভাতের কর্তা নয়।

প্রকাশকাল ঃ ১৩৪৫ সাল।

'প্রতিশ্রুতি'র অসাধারণ সাফল্য

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ৭-৮ জুন বহরমপুর রবীন্দ্র সদনে বাচনিক আবৃত্তি গোষ্ঠীর আয়োজনে এবং মুর্শিদাবাদ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় যে আন্তঃ জেলা সমবেত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল তাতে রঘুনাথগঞ্জের প্রতিশ্রুতি আবৃত্তি অনুশীলন কেন্দ্র অভূতপূর্ব সাফল্যের নজীর রেখেছে। ঐ প্রতিযোগিতায় সমবেত আবৃত্তি, আলেখ্য ও শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী—এই তিনটি বিচার্য বিষয়েই প্রতিশ্রুতি ১ম স্থান দখল করার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিশেষভাবে সংস্থার কর্ণধার স্মরণ দত্তের সংকলনে "সবাই জানুক বিজ্ঞান" আলেখ্যটি এবং শ্রেষ্ঠ শিশু শিল্পী অনন্যা দাসের নিবেদন জেলায় উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে।

শহরের একমাত্র সিনেমা হল বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৯ এপ্রিল থেকে হঠাৎ মালিক শেখর সাহা ও সোমেন সাহা ধুলিয়ানের একমাত্র সিনেমা হল "মায়া টকীজ" বন্ধ করে দেন। এর ফলে ১৩ জন কর্মচারী অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। মায়া সিনেমার মালিক বিগত ৭ মাস শ্রমিকদের বেতন দেননি। তবুও তাঁরা আশায় ছিলেন একদিন না একদিন বেতন পাবেন। কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ না দেখিয়ে সিনেমা হল বন্ধ করে দেওয়ায় কর্মচারীরা পড়েছেন বিপাকে। শ্রমিকরা জানান "মায়া" সিনেমা হলের মালিক সাধারণ মানুষের সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। শ্রমিকদের সাথে ভালো ব্যবহার করেন না। অন্যান্য সিনেমা হলের থেকে এখানে দর্শক বেশী হয়। মায়া সিনেমার প্রতিষ্ঠাতা ধুলিয়ান পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপতি প্রয়াত সুধীরকুমার সাহা। বর্তমান মালিক তাঁরই দুই পুত্র। জানা যায় ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটারের ঘরে প্রচুর টাকা বাকি পড়ে থাকায় তাঁরা আর ছবি দিচ্ছেন না। তাই সিনেমা হল বন্ধ। শ্রমিকরা আরো জানান, দুই জন স্থায়ী কর্মচারী অবসর গ্রহণ করলেও তাঁদের প্রাপ্য টাকা আজো পাননি। স্থায়ী কর্মী শ্যামল সেনের পি এফের টাকা নাকি জমাই পড়েনি। এছাড়া কর্মরত অবস্থায় একজন কর্মচারী মারা গেলেও তাঁর প্রাপ্য টাকা আজো তাঁর পরিবার পাননি। মালিকের বেআইনী কার্যকলাপের প্রতিবাদে কর্মীরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হচ্ছেন।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শ্রীকান্তবাটীতে মাদার ল্যান্ড নার্সিং হোমের সামনে ২½ কাঠা জায়গা বিক্রয় আছে।

যোগাযোগ করুন—
৺সুধীর হাটীর রেশনের দোকান
ফোন নং—০৩৪৮৩/২৭৩০৯০

ডি. এন. কলেজ

অরঙ্গাবাদ / মুর্শিদাবাদ

বাংলা, ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজীর জন্য আংশিক সময়ের শিক্ষক আবশ্যক। যোগ্যতা ও পারিশ্রমিক সরকারী নিয়ম অনুযায়ী। সম্পূর্ণ জীবনপঞ্জীসহ ২১/৬/২০০৫ এর মধ্যে আবেদন করুন।

—ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক

ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের বাণীপুরে সারদা শিক্ষা নিকেতনের উদ্যোগে গত ১২ মে প্রয়াত ডাঃ বিশ্বজিৎ সরকারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প খোলা হয়। সেখানে রঘুনাথগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক ডাঃ সোমেশ ব্যানার্জী, ডাঃ মনোরঞ্জন চৌধুরী, ডাঃ চিত্তরঞ্জন সামন্ত এলাকার প্রায় ৫০ জন দুঃস্থ মানুষের শরীর পরীক্ষা করেন।

রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ জুন সংবিদ সাহিত্য সংস্থার সভাপতি আনন্দগোপাল বিশ্বাসের রঘুনাথগঞ্জের বাসভবনে রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক ডঃ অসীম কুমার মন্ডল, অধ্যাপক কাশীনাথ ভকত, কাজী আমিনুল ইসলাম, দেবপ্রসাদ রায়শর্মা, কেতকীকুমার পাল প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। স্মরণ দত্তের আবৃত্তি, বিপাশা হালদারের সঙ্গীত এবং অর্কমিত্রা ঘোষের নৃত্য সকলকে আনন্দ দেয়।

ভাগীরথীতে ডুবে এক কনষ্টেবলের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৯ জুন বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ জঙ্গিপুর নালার ঘাটে ভাগীরথীতে স্নান করতে গিয়ে জঙ্গিপুর ফাঁড়ির জনৈক কনষ্টেবল দেবদাস চট্টোপাধ্যায় জলে ডুবে যান। ঐ সময় সাথে তাঁর শাশুড়ি, স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র ছিলেন। সবার সাথে স্নান করার সময় তিনি জলে তলিয়ে যান। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ মৃতদেহ পাওয়া যায়। পোষ্ট-মর্টেমের পরে দেবদাসবাবুর মৃতদেহ দেশের বাড়ী পাইকরে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে তিনটি মোষ মারা গেল

নিজস্ব সংবাদদাতা : পোলের ছেঁড়া তারে বিদ্যুৎ পিষ্ট হয়ে তিনটি মোষ পর পর মারা গেল গত সপ্তাহে সাগরদীঘির মনিগ্রাম পূর্ব মাঠে। পার্শ্ববর্তী বংশিয়া গ্রামের ঘোষেরা অন্য দিনের মতো সে দিনও ওখানে মোষ চড়াতে এসেছিলো।

নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান অনেককে বিরক্ত করেছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির বালিয়া গ্রামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায় দুর্গা মন্দির প্রাঙ্গণে গত ৯ জ্যৈষ্ঠ হতে ১৫ জ্যৈষ্ঠ জাতিধর্ম নির্বিশেষে নামযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে। প্রতিদিনের বিভিন্ন মনোজ্ঞ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে এলাকাটি তীর্থক্ষেত্রে রূপ নেয়। অন্যদিকে এলাকার কিছু লোকের অভিযোগ, দুর্গা মন্দির লাগোয়া প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল, গ্রামীণ পাঠাগার, ব্যাঙ্ক থাকা সত্ত্বেও আইন লঙ্ঘন করে উচ্চৈস্বরে মাইকে কয়েকদিন ধরে নাম সংকীর্তন চলে। এতে আশেপাশের লোকের কতটা অসুবিধা হতে পারে সে দিকে কর্তৃপক্ষ দৃষ্টি দেয়নি।

পুলিশ নীরব কেন? (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুরপতি তথা সি পি এমের বর্ষীয়ান নেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য কি বলছেন—"আমি বাবুয়া রুদ্রকে হাড়ে হাড়ে চিনি। এত নোংড়া ধান্দাবাজ এর আগে দেখিনি। পয়সা ছাড়া কিছু বোঝে না। ওর সঙ্গে ভোটের আগে থেকেই আমার কোন যোগাযোগ নাই।" মৃগাঙ্ককে প্রশ্ন করা হয়—ভোটের আগে বাবুয়ার বিরুদ্ধে প্রাণনাশের অভিযোগ এনে আইনজীবী গৌরীশঙ্কর মুখার্জী থানায় ডায়েরী করেন, (নং ৬৩৯ তাং ১৩-৫-০৫)। ভোটের পর আপনার দলের প্রধান ননীগোপাল পোদ্দারকে ভোজালী নিয়ে মারতে যান বাবুয়া। ননীবাবু থানায় অভিযোগ করেন। (ডায়েরী নং ১৪/১ তাং ২৫-৫-২০০৫)। এ প্রসঙ্গে আতঙ্কিত ননীগোপাল পোদ্দারের বক্তব্য—"ঘটনার পরদিন সকালে আমি, সি পি আই নেতা অশোক সাহা, সি পি এম কর্মী মন্টু হালদার, অনিল হালদার, চন্দন বর্মন সমেত বেশ কয়েকজন মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের বাড়ী যায়। সেখানে সমস্ত ঘটনা তাঁকে বলি এবং এর প্রতিকার চাই। তিনি সব শুনে পুর বোর্ড গঠন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন।" মৃগাঙ্ককে প্রশ্ন—একই লোকের বিরুদ্ধে পর পর অভিযোগ পেয়েও পুলিশ নিষ্ক্রিয় কেন? এতে আপনার প্রচ্ছন্ন মদত আছে বলে শহরে কানাঘুষা চলছে। এ প্রসঙ্গে মৃগাঙ্ক বলেন "ভোট নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আগের অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তবে ভোটের পর আমাদের দলের জোতকমলের প্রধান ননী পোদ্দারকে মারতে যাওয়ার ঘটনাটা শুনেছি। বাবুয়া যদি আমাকে জড়িয়ে ফায়দা লুটতে চায় তবে ভুল করবে। ওর প্রতি আমার কোন দুর্বলতা নাই। এরপর বাড়াবাড়ি করলে ওর পরিণাম আপনারাই দেখবেন।"

লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১৩ জুন বিকেলে মঙ্গলজনে জাতীয় সড়ক পার হতে গিয়ে লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই শিশুর মধ্যে একজন ঘটনাস্থলে মারা যায়। অন্য জনকে আশংকাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা যায়, মৃত শিশুটি মঙ্গলজনের দামু সেখের নাতি ওবাইদুর (৩), আহত ছেলেটি রসিদের ছেলে কুদরত (৪)। ট্রাকটি গ্রামবাসীরা ধরে ফেলে।

নুরুল হাসান কলেজের দ্বিতল ভবন উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ১২ জুন ফরাক্কায় নুরুল হাসান কলেজের দ্বিতল ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন ভারতের প্রাক্তন সেনা প্রধান ও রাজ্যসভার বর্তমান সদস্য শংকর রায় চৌধুরী। তিনি তাঁর এলাকা উন্নয়নের তহবিল থেকে কলেজের দ্বিতল ভবন নির্মাণে দশ লক্ষ টাকা দেন। শংকরবাবু অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কলেজের শিক্ষক. অশিক্ষক কর্মচারী ছাড়া গভঃ বডির সদস্যদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করেন। শ্রীচৌধুরী দ্বিতল ভবনের প্রয়োজনে আরো পাঁচ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কল্যাণী বিশ্ব বিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অলোককুমার ব্যানার্জী ঐ দিন পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট ছাত্রী আবাসনের শিলান্যাস করেন।

জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ইন্দিরা পল্লীর বিনয়ভূষণ রায় (৭৪) গত ৩১ মে কলকাতায় এক নার্সিং হোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মিষ্টভাষী সদালাপী বিনয়বাবু বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রচ্ছন্নে যুক্ত ছিলেন। তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেবার পর বাড়ীতে হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় চালু করেন। বহু মানুষ উপকৃত হন। বিনয়বাবু সব ক্ষেত্রে প্রচার-বিমুখ ছিলেন যেটা আজকের যুগে বিরল।

জলকষ্টের শেষ নেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

অভাবে মাঠে আমন ধানের বীজতলা তৈরী হয়নি। যদিও এখনও সময় আছে এবং দেরী করে আমন চাষ করলে (শ্রাবণ মাসে) ভালো ফলনের সম্ভাবনা থাকে। তাই চাষীরা অত ভাবনা চিন্তা এখনও শুরু করেন নি। সকলে বৃষ্টির আশায় বসে আছেন। বর্ষা শুরুর সম্ভাবনাও প্রবল রয়েছে। এখন একমাত্র ভরসা ভালো বৃষ্টি। বর্ষা নামলেই খরা এবং চাষে অনিশ্চয়তা দূর হবে। কিন্তু বাস্তবে কী হবে এখনই তা বলা যাচ্ছে না। তাপমাত্রা ৪০—৪৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস ওঠানামা করায় যে গরম বাড়ছে, তাতে ১৯৭২ সালের খরা পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটবে কী না সন্দেহ আছে।

কবজির লড়াই শুরু হয়েছে (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে কংগ্রেস শিবিরও বসে নেই। সফর আলিকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ফরাক্কার বিধায়ক মাইনুল হকের তৎপরতায় নির্দল প্রার্থীদের হাত করে বোর্ড গড়ার প্রক্রিয়া চলছে। পাশাপাশি বামফ্রন্টও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জয়ী কংগ্রেস প্রার্থী (এক সময়ের সি পি এমের সক্রিয় সমর্থক) দিলীপ সরকারকে বাম বোর্ডে নিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে খবর।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি চলে আসুন।

কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)

রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন (১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষিত ভদ্রলোক ও সুস্থ মানসিকতার মানুষ রাজনীতি থেকে সরে যাচ্ছেন। এহেন যুগে দাঁড়িয়ে পঞ্চায়েত থেকে পৌরসভা সর্বত্রই টাকা, অস্ত্র, মদ, মদ্যপদের নিয়ে বেলেল্লিক নির্বাচন সৃষ্টি করছে নতুন এক অমানুষ শ্রেণীর। নির্বাচনের পর পরই দেখা যাচ্ছে শহর রঘুনাথগঞ্জেই ভোটে হারার ক্ষোভে মদ্যপ অবস্থায় এখানে ওখানে এক রাজনৈতিক দুর্বৃত্তের উগ্র আস্ফালন! কোথাও প্রাণনাশের হুমকি। কোথাও নেশা করে বাড়ীর সামনে গালগালাজ। দাপিতে দাপিতে চড়াও হয়ে পাঞ্জা লড়ার দম্ভ প্রকাশ। এতেই ক্ষান্ত নয়। পত্রিকা সম্পাদকের সত্য প্রকাশে বাধা দিতে তাঁর পরিবারে কালিমা ছেটানোর এক জঘন্য দুর্বৃত্তায়ন এ শহরে পরিলক্ষিত হলো। যিনি পরাজিত হলেন, তিনি কেন হারলেন? শহরে তার বন্ধু কোথায়? দীর্ঘ সময়ের ট্র্যাক রেকর্ডে সততা ও ভদ্রতার কোন রেকর্ড আছে কি? যে ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের প্রধান দল তাকে হারালো, তাদের কাউকে কামড়ে ক্ষাত্রবীর্য প্রমাণ করুন—জনগণ খুশী হবে বাহাদুরি দেখে। এ কেমন কথা। কাগজ ইলেকশন করে নাকি! যদি তাই হয় তাহলে দুর্বৃত্তায়ন ছেড়ে কলম ধরুন। সৎ মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতির প্রমাণসিদ্ধ খবর লিখুন। অন্যথায় বলতে হবে "বাইরে গিয়ে মুখ না পায় ঘরে এসে বৌকে কিলাই।" এ পদ্ধতিতে আত্মনিধন হবে—পিতার পরিচয় দিতে ভবিষ্যতে পুত্র লজ্জা পাবে।

প্রশাসনের উচিৎ সুস্থ সামাজিক পরিবেশ বজায় রাখতে এ ধরনের দুর্বৃত্তরূপী বিড়ালকে প্রথম রাতেই ম্যাঁউ মারা প্রোগ্রাম নেওয়া, নচেৎ জনরোষ চোরাপথে নতুন শিকারী তৈরী করবে। প্রকৃতি ভারসাম্য বজায় রাখে, দুর্বৃত্তায়ন আটকাতে স্থানীয় প্রশাসন ব্যর্থ তাও প্রমাণিত।

নিষ্ক্রিয় থাকবো—মুক্তি ধর (১ম পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। কোন বদনাম আসেনি। গত লোকসভা নির্বাচনে প্রণব মুখার্জী আমার বাড়ীতে ছিলেন। সেই সুবাদে তাঁর সঙ্গে আমার পরিবারের লোকজনের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটাই দলের অনেকে সহ্য করতে পারেনি। যাই হোক নিজেকে কলুষমুক্ত না করা পর্যন্ত স্থির করেছি কংগ্রেসের কোন ব্যাপারে থাকবো না। জনসাধারণকে প্রকৃত ঘটনা জানানোর প্রয়োজনে প্রেস কনফারেন্সও ডাকবো ভাবছি। মুক্তি আরো জানান, গত ১২ জুন আমার এখানে প্রাক্ পুর নির্বাচন সংক্রান্ত এক ঘরোয়া সভা হয়। সেখানে সোহরাব সাহেব প্রমুখ আমাকে দলের কাজে সক্রিয় হতে অনুরোধ করলে তাঁদেরও আমি একই কথা বলি। আমি প্রণববাবুকে ঘটনাটা এবার জানাবো এবং তাঁর মতামত নিয়ে অগ্রসর হ'ব'। এক সাক্ষাৎকারে এই সব আক্ষেপের কথা জানান কংগ্রেসের টাউন সভাপতি মুক্তিপ্রসাদ ধর। অন্য এক সাক্ষাৎকারে জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি মহঃ সোহরাব জানান, 'এটা মুক্তি ধরের বিজনেস ম্যাটার। এর সঙ্গে রাজনীতির কি সম্পর্ক? তবে জেলা পরিষদ দপ্তরে গিয়ে আমি কাগজপত্র দেখে এসেছি, তাতে জেলা পরিষদ তাদের যে মাপের বোল্ডার চুরি গেছে ঐ ধরনের বোল্ডার পাশের স্ট্যাগে পাওয়া গেছে বলে নোট দিয়েছে এই মাত্র। এখানে কারো নাম উল্লেখ করা হয়নি। প্রেস মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ঘটনাটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নাম ধাম পদ সব কিছু দিয়ে প্রচার করে। জেলা সভাপতি অধীর চৌধুরীও এর জন্য ক্ষুব্ধ।'

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।